* Thought *

① Critically Examine the countribution bodin to the theory of State soveriggntly.

ভূমিকা:- Bodin কে (1530-1596) সার্বভৌমিকত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাকারী বলা হয়। তাঁর এই বিষয়ের আলোচনা একাধিক উপাদান গুলি সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করেন। তাঁর the six books of the commonwealth (1576) গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক চরম ক্ষমতা যা আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের এমন চরম ক্ষমতা যিনি স্থায়ী (perpetual) ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা Bodin আইন প্রণয়ন ও রদের ক্ষমতা চরম ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু Bodin এর ভাষ্যে সার্বভৌমিকতা বিভক্ত ক্ষমতা নয়; এই ক্ষমতা রাজার হাতে দৃঢ়ভাবে ন্যস্ত। তাই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগকারী রাজাকে অধিকারী এই মূল দিক থেকে বলেন সার্বভৌম-হল আইন প্রণয়ন, আইন ব্যাখ্যা এবং আইন রদের অধিকার যা ভিন্নধর্মী আভ্যন্তরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্ব নিঃশর্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত।

① সার্বভৌমত্ব ধারণার স্থায়ীবৈশিষ্ট্য:-

এই সংজ্ঞার গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে Bodin আইনগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে সার্বভৌমত্বের কয়েকটি গুলির কে অধিক গুরুত্ব দিতে চাইতে পেরেছিলেন। সার্বভৌমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার স্থায়ীত্ব। এই ক্ষমতা কোন অস্থায়ী ক্ষমতা নয় কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট শর্তে প্রযুক্ত আরোপিত নয়; Bodin এর বক্তব্য সূত্র থেকে একটি বাক্যে প্রকাশ করা হয় যে রাজা বা

সার্বভৌমত্বের মূল সার্বভৌমত্বের লক্ষণগুলি বর্ণিত কারণে যেহেতু সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য সেহেতু এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে পারে না।

নিরঙ্কুশ ও অবিভাজ্য ক্ষমতা:

সার্বভৌমত্বের ~~অপর~~ যে দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর Bodin গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল সার্বভৌমের নিরঙ্কুশতা এবং অবিভাজ্যতা। সার্বভৌমিকতা কোনো সীমাবদ্ধ নয় তা অন্য কোনো আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ, সার্বভৌমিকতা আইন প্রণয়ন ও রদের ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। Bodin এর মতে বক্তব্য হল এই যে রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সামাজিক সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সার্বভৌমের সাধারণ ভাবাদর্শ:

আইন প্রণয়ন ও রদের ক্ষমতা একটি রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করে। সার্বভৌমত্ব প্রকাশের আইন প্রণয়ন। এরস্তু এবং তাঁর অনুসারীগণ আইনকে 'সার্বভৌমের' আদেশ বলে বর্ণনা করেন। Bodin এই ধারণার অভিনব প্রয়োগ করেছেন একটি রাষ্ট্রের বৈধানিক আইন প্রণয়ন সম্পর্কে। যেহেতু আইন অভিজ্ঞতা ক্ষমতা। তাই সার্বভৌমত্বের নিরঙ্কুশতাকে রাষ্ট্রের নিজস্ব ক্ষমতা বলে বর্ণনা করা হল। ~~সুতরাং সার্বভৌমত্বের মূল সাধারণ~~

~~* সার্বভৌমত্বের প্রকৃতিগত ক্ষমতাগুলি~~ সার্বভৌমত্বের উপাদানগুলি রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষমতাগুলি সার্বভৌমত্বের উপাদান ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয়। যেমন, সামরিক পরিচালনা, শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিচার, শিক্ষা, অর্থনৈতিক বণ্টন, শাস্তি প্রদান, কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ, কর সংগ্রহ ইত্যাদি সকল ক্ষমতা সার্বভৌমিকতার

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

আধুনিক ক্ষমতা :- রেঁনেসার আগে বিভিন্ন সামাজিক কারণে অনুমোদন বা গৃহকর্তা সম্পত্তি ব্যক্তিকে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ তা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। তাই যদি হয় তবে সামন্ত সার্বভৌম এবং সার্বভৌমত্ব সামন্ত বিভিন্ন Guild এবং Family এর মধ্যে বিভাজিত হয়ে যায়। রেঁনেসা কিন্তু এ ধরনের এমন সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন করেছি ও যুক্তিভিত্তিক বলে মনে করেছি। তিনি বিশেষ মধ্য যুগ আধুনিক যুগের মধ্যে পার্থক্যের প্রাধান্য দিয়েছি। এই পার্থক্যগুলো সার্বভৌমত্বের ধারণা, ও যুক্তিভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন। ক্ষমতা যুক্তির অনুগামী নয়।

রেঁনেসা প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতার দ্বারা ও যুক্তির দ্বারা সংজ্ঞায়িত করার কথা বলে উল্লেখ করেন। ক্ষমতা যুক্তির অনুগামী হয়ে প্রকাশ করা বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না।

সমালোচনা :- Bodin সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের চরম নিঃশর্ত ও অবিচ্ছেদ্য ক্ষমতা বলে বর্ণনা করেন। আবার তিনি প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা সার্বভৌম শক্তি কে সীমাবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে সার্বভৌমত্ব এমন কিছু করতে পারেনা যা ঈশ্বর প্রদত্ত, আইন বা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রিত আইনের বিরোধী। অধ্যুষিত থেকে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ চরম ক্ষমতা সম্পন্ন থাকলেও সংবিধানিক আইন লঙ্ঘন করতে পারেনা। সবচেয়ে বড় কথা এই সীমাবদ্ধতাগুলো সার্বভৌমের উপর আরোপ করার বিষয়ে উল্লেখ করেছে যে সম্পর্কে রেঁনেসা নিরব। ঈশ্বর প্রদত্ত বা কোন সামাজিক শ্রেণীর সার্বভৌমিকতা কে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। তবে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ আর নিরঙ্কুশ চরম অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃপক্ষ থাকে না।

Amaka

Scanned with CamScanner

* Thought *

(1469 – 1527) Born – Died

(2) Accounts the main contribution of Machiavelli of the History political thought :

Introduction :- plato, Aristotle মতো মতো Machiavelli-র চিন্তাধারা বাকি রাষ্ট্রচিন্তা হয়ে গেলেও বিচ্ছিন্ন দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের একটি (রাষ্ট্রচিন্তা হয়) মাত্র ছিলাম। মধ্যযুগে or ২য় ওর্ড খ্রিস্টীয় চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। Machiavelli প্রথম এই দিক থেকে উক্ত করে রাষ্ট্রনীতিকে একটি পেশাগত দিক উন্নত ছিলাম রাষ্ট্রচিন্তা উত্তরণ করার পথ উন্মোচন করেন।

(1) Machiavelli-এর রাষ্ট্রচিন্তার কারণ :- ইতালি কেন্দ্রিক শাসনে আধিক একক কোন রাষ্ট্র ছিল না ছিল বিভিন্ন দলের শাসনকার্যকলাপ আইনের বহু সংস্কার এবং রাষ্ট্রের সমস্যার।

(ii) Machiavelli-এর সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি :- Machiavelli-এর সময়ে রাষ্ট্রের সংস্কার ছিল কয়েকটি যথা – (i) ইউরোপের রাজতন্ত্রকালে পেলেন (ii) উত্তর পশ্চিমে চিন্তা শাসিত ছিলেন (iii) উত্তর স্পেন অঞ্চলে ধর্মীয় প্রভাবে। (iv) উত্তর এবং কেন্দ্র প্রজাতান্ত্রিক ফ্লোরেন্স (v) পোপ শাসিত রাষ্ট্র গঠন ছিল। তিনি লিখে ছিলেন ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। ফ্লোরেন্স এবং ইতালির প্রতিটি রাষ্ট্র ছিল দুর্বল ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীর উপর নির্ভরশীল। 1513 সালের মধ্যে তিনি The prince রচনা করেন। prince এর পরে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতিয় তিনি রচনা করেন। Discourses এর one the first textbook of military Leaders and Art of war.

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানব চরিত্রকে তিনি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, লোভী ও প্রতারক হিসাবে দেখেছেন। মানুষের এই স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়মকানুন অত্যাবশ্যক। রাজতন্ত্রের শাসক বা শাসকগণ শুধু নিজস্বার্থে প্রজাদের শাসন করেন। রাষ্ট্রের উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনে ভয়কে আশ্রয় করতে হবে।

(ii) the Prince-এর রাষ্ট্রতত্ত্ব :- the Prince গ্রন্থটিকে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রজাকল্যাণ সম্পর্কে কূটনৈতিক পরামর্শ দানের জন্য রচিত হয়েছে। তিনি বলেছেন মানুষ কখনই সাতকরণ প্রকৃতির হয় না। Machiavellian দ্বিবিধতার দু-ধরণের এক হচ্ছে সাধারণ মানুষের দ্বিবিধতা বা সাফল্যের জন্য কামনা করা। দ্বিতীয় রাজার দ্বিবিধতা বা রাষ্ট্র কীভাবে হবে প্রয়োজনীয়। তিনি মনে করেন জনগণ ভাড়ের মতো। এক শ্রেণি মানুষ ও রাজনৈতিক উচ্চ ও নিম্ন অবস্থানের প্রতিষ্ঠিত করা

* রাজার বিজ্ঞান দৈনন্দিন বিষয়ে :- মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট। মেকিয়াভেলি উদ্দেশ্যের মানুষের প্রতি জনসমূহ প্রকাশ করে তিনি বলেন মানুষের মধ্যে পারিবারিক প্রতিযোগিতা এত তিক্ত যেটি রাজাকে দেয়ত দিকনির্দেশ করা নয়। রাজাকে নিজের দিকনির্দেশ গঠন করতে হবে। কখনো বিপদের জন্য কাজকে চলতে হবে বাস্তব বিষয় রক্ষার জন্য কাজকে চলতে হবে বাস্তব প্রয়োজনের দিকে। তাঁকে যত বড় কাজে প্রয়োজনের দিকে। তাঁর মত দ্বিধুত ও সিংহের মত দরকারশালী। তাঁর মত Septesemijas Saverace. (সেপ্টেসেমিয়াস সাভেরেস)। ইতালিয়ান ভাষায় তিনি বলেছেন তার মধ্যে সেপ্টেম্বর গুণগুলির সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তাকে সম্রাট তৈরি করত। তিনি বলেছেন দ্বিতীয় তুলিয়াস ও কর্টিয়ার দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেছিলেন। তুলিয়াস কর্টিয়াকে

দূরে করে সাধুও যেমন বিষয়ে বিভিন্ন 2 ধরনের সংস্থা তুলিয়াছে তা সংক্ষেপে বিবরণ করে ও তাঁর মতে ঘটেন Machiavelli কে অনুসরণ করলে মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রনীতি হওয়ার যে কোনো সকল শাসকেরই মূল লক্ষ্য। Livy (লিভি) অভিমত সমর্থন করে তিনি বলেন যেকোনো রাষ্ট্রের কার্যাবলি যদি না করা যায় তবে করদাতা প্রজাদের বিমুখ করে তুলবে। তাই তারা Senka অভিমতকেও সমর্থন করে শাসককে কখনো 2 বা 2 এর একবচন নিতি মানতে বলেছেন। Machiavelli মনে করেন শাসকের কখনো বলয় রাখাটা অনেক বেশি নিরাপদ।

(iv) Disporcisis এর ধারণা - রাষ্ট্রতত্ত্ব :- Disporcisis এর নিয়ম হোয়ে মৌর্য উদ্ভাবন ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিরূপে মৌর্য অর্জন করতে পারে তার অনুমোদন। Machiavellinর the Prince থেকে প্রজাতন্ত্রকে ধারণাটার মূল্যায়ন। কিন্তু তাই থেকে Lidi রচিত হোমের ইতিহাসের প্রথম 10টি অধ্যায়ের উপর মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রজাতন্ত্রের ধারণা নিয়ে বিস্তার আলোচনা করেন। রাজতন্ত্রের মতো প্রজাতন্ত্র যদি এমন একজন সাধু প্রতিষ্ঠাতাকে পায় যে তাকে সঠিক ভাবে গড়িয়ে নিতে পারবে তবে সেটাই সব থেকে উত্তম ও সুন্দর। তাই প্রজাতন্ত্র ইতিহাসের আলোচনায় Machiavelli রাষ্ট্রীয় মৌর্য অর্থাৎ জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, সংবিধানিক কাঠামো ও পাশাপাশি মূল্যবোধ এবং সরকার যাতে সকল শ্রেণির মধ্যের একটি ভাব তার কার্যকর করে তিনি।

প্রশাসনের ক্ষেত্রেও আক্রমণ অগ্রাধিকার প্রদর্শন দেখায়।

(v) The art of war এর রাষ্ট্রতত্ত্ব :-

এই গ্রন্থে সামরিক ও অসামরিক কার্যাবলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর রাজনীতি ও রণকৌশলে আবর্তনের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ওপর জোর দিয়েছেন। সমকালীন সামরিক প্রশাসনকে প্রভাবিত করে তিনি প্রাচীন চীনের প্রশাসনিক প্রশাসন করেন।

উপসংহার :- আধুনিকতার প্রবক্তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাবিত জাতিসঙ্ঘ ও বিশ্বশান্তির আলোচনাতেও জাতীয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্যপদ গ্রহণের বৃদ্ধি করেছিলেন। এই রাষ্ট্রকে একটি corporate বাস্তি হিসাবে গড়ে তুলেছে তোলেছিলেন। এর মধ্যে রাজা, রাজপুরুষ, প্রশাসন সকলেরই প্রতিনিধিত্ব থাকবে, রাজাকে ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। দেখতে হবে যাতে প্রজাদের মধ্যে শ্রেণীর উদ্ভব না হয় ও শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব যাতে বহিঃআক্রমণ থেকে না আসে। Quentin Skinner এর মতে যে ধারণা তাঁর চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভবস্থল হোবসই কারণ করে যদি জনগণ আইনগুলি থেকে কোনো অংশে তাঁর অসন্তুষ্টির প্রতিফলন আমাদের অনুমতি করে।

Critically Discuss the basic features Greek political thought:

Introduction:- রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে একটি পূর্ণ বিভাগ হিসাবে গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তা চিহ্নিত হয়ে থাকে। কারণ এখানেই রাজনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাজের সমস্যা বা রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কার প্রভৃতি বিষয় প্রশ্ন করে গ্রীকদার্শনিকগণ বিশেষ করে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর লেখায় এর একটি বড় কারণ ছিল মূলত দার্শনিক সমাধান; যার জন্য রাষ্ট্র কাঠামোর বা রাজনৈতিক জীবনের কোন অর্থ নেই ছিলো। সমাজও পরিবারের জন্য এও প্রতিষ্ঠিত ভাবে সমস্যা ছিল যে রাজনৈতিক জীবনকে কেমনে কোথায় সামাজিক জীবন বা নৈতিক জীবন থেকেও আলাদা করে দেখা হত না। রাজনৈতিক জীবনে প্রয়োজনীয়তা কোথায়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোন অর্থে নৈতিক জীবনে সহায়ক, রাষ্ট্র কোন ও কিভাবে ন্যায় বিচারের মাধ্যম হতে পারে এই প্রশ্নগুলি দার্শনিক-ভাবে সমাধানের চিন্তাকে আলোড়িত করে।

~~প্রথমত~~:- Sofist, Stoic, Cynic দের চিন্তাধারা:-

উল্লেখ করা যায় যে, এখানের জীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিতর্কগুলি গ্রীসে সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে পেলোপনিসীয় যুদ্ধ (431-404 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) অবসানের পরে এবং পোলিস গ্রীক নগর রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবক্ষয় ও সংকটের

মূল গোষ্ঠীর দর্শনের বেশ কিছুটা ভিন্ন রাষ্ট্র চিন্তার অন্যতম বিশিষ্ট। গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তার ধারা রাষ্ট্রের উদ্ভব মূল গোষ্ঠীতেই বুদ্ধিজীবীতা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ছিল ব্যক্তি মানবসম্পর্কে আগ্রহ এবং ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে অপর দিকে প্রমাণ সমাজে টিকে থাকা সম্ভব হয়ার যুক্তিগত হিসাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। Sofist, Stoic, Cynic ইত্যাদিরা ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং রাষ্ট্রের বিরোধী। তাদের দৃষ্টিতে আনুষের জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক জীবনের উপর নির্ভর করেনা।

~~পদ্ধতিগত~~ অলৌকিক চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ্যণীয় হয়েছে:

যদিও কিছুক্ষেত্রে plato বা Aristotle এর মতো রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী ও জবাবদিহি রাষ্ট্র চিন্তার উদয় হয় তবে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক জীবনকেই মানব জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতার অর্ন্তরালে চিহ্নিত করেছেন উভয় প্রকার রাজনৈতিক চিন্তা ধারার সাধারণ বিশিষ্ট ছিল যুক্তি-নির্ভর ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা। protogoras, Junow, plato; Aristotle সকলেই নিজেদের রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিত্তিতে যুক্তির সাহায্য জোরালো করেছেন। কিন্তু অন্ধ-যুক্তির রাষ্ট্র চিন্তার মতো গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তায় ঈশ্বর বা অলৌকিক শক্তির কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক জীবন ভালো হোক বা মন্দ হোক; স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক হোক - মানুষের উপর এসব কিছু মানুষের পরিবর্তনের ক্ষমতা।

তৃতীয়ত:- মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী, ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা:

অন্যভাবে বলতে গেলে গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তা মানবতাবাদি। মানবতাবাদি বলে তা কিছু যুক্তিবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ। গ্রীক চিন্তাবিদগণ মনে করতেন যে আদর্শ রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থাও যুক্তির সাহায্যে গড়ে ওঠে। তাদের চিন্তার যা যুক্তির সহায় তা অধিক সংখ্যা ন্যায় ও নীতি সম্মত।

চতুর্থত:- রাষ্ট্র একটি নৈতিক সংস্থা:

plato বা Aristotle এর মতে রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সংস্থা হিসাবে উপস্থাপিত করেন। plato র রাজনৈতিক দর্শনে ন্যায় বিচার হল প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা সঠিক সামাজিক ভূমিকা পালনের সুসংহত ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রই কার্যকরিত করতে পারে। Aristotle এর মতে আইন ও ন্যায় বিচার হোল বিক্ষিপ্ত মানুষ সৃষ্টিটির নিঃকৃষ্টতম জীব। রাষ্ট্র প্রসঙ্গে এরূপ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রীক রাজনৈতিক চিন্তার নৈতিক মানের উচ্চ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুত plato বা Aristotle এর রাষ্ট্র নীতির দর্শনের আদর্শ হোল এমন এমন সীমারেখা পেয়ে চলেছে।

পঞ্চমত:- সমগ্র শব্দের অন্যতম বিশেষত্ব:

রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি যেমন রাষ্ট্র চিন্তার স্বীকৃত লাভ তেমনি সমগ্রের একটি উপস্থিত হয়েছে।

plato ও Aristotle -এর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকে নৈতিক
সংগঠন হিসেবে বিচার করা যায়। অন্যদিকে
মেকিয়াভেলি ও Hobbes এর মতো রাষ্ট্রকে
ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। হবসিয়ান
দর্শন বিচার করে সমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী
গোষ্ঠীর স্বার্থ হিসেবে চিহ্নিত করেন (Interest of the strongest)। ক্ষমতার বিবেচনা অভিজাতরা
হিসেবে কিছুসংখ্যক অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রকে উৎপাদন
করার পুঁজিবাদী ভিত্তি এবং অর্থনৈতিক অস্তিত্ব
করেন রাজনীতিতে করা দুর্বল তাঁদের বিরুদ্ধে কলেই
সহ্য করে একত্র সাধন সকল তাঁদের বিরোধের সাধ্যমতো
বল প্রয়োগ করে।

সমালোচনা:- গ্রীক গ্রীসের রাজনৈতিক চিন্তার
বিশ্লেষণ করলে তাঁর শ্রেণী চরিত্র স্পষ্ট হয়।
সক্রিয়ভাবে কারণ কোনো গ্রীক চিন্তাবিদ সমাজের
শ্রেণী বিভাজনকে অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক
বলে মনে করেননি। তাঁদের শ্রেণী দ্বন্দ্বকে
রাষ্ট্রের পক্ষে অনিবার্যরূপে বলে মনে করেন।
Aristotle এর politics ছিল শ্রেণী বিভাজন বিরোধক
অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা। বস্তুত গ্রীক রাজনীতিবিদগণ
সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠী, শ্রেণী বা প্রতিষ্ঠানকে পরস্পর
এর প্রয়োগ হিসাবে দেখেননি। তাঁরা ছিলেন সমাজের
অঙ্গ। যে সমাজ থেকে তাঁরা নিজেদের মুক্তি, স্বার্থ
-কে ও দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করেন এবং কখনো গ্রীক
চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রকে মনে করেননি ধর্ম নিরপেক্ষ
প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখেন। তেমনি গ্রীক
সমাজ সংগঠন (Organism) হিসাবেও দেখেন।
সুতরাং গ্রীক দার্শনিকদের গ্রীক রাজনৈতিক
চিন্তার অন্যতম নিজের যোগ্য হতে পারেনি।

The end

(৪) Discuss the Luminist theory of State:
(লেনিনের রাষ্ট্রতত্ত্ব আলোচনা কর)

ভূমিকা:- রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে লেনিন কোনো নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেননি। রাষ্ট্রের সাথে বিপ্লবের সম্পর্ক কি? নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের স্বরূপ কি? ইত্যাদি প্রশ্নে লেনিনের জবাব ও অনুসিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট হল ১৮৭১ সাল। বিশেষকরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্কারবাদের প্রেক্ষাপটে মার্কসীয়বাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট হয়। লেনিনের চিন্তার উৎস আছে ও প্রতিফলন হয়। লেনিনের চিন্তার আদর্শ জানলে বিষয়টি বুঝতে পারবো। "যখন ব্যবস্থা লাভ মার্কসবাদের প্রকৃত শিক্ষার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের কর্তব্য"।

এই কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তিনি "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" এবং কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কার্ল মার্ক্স শিক্ষার দ্বন্দ্বটি পুস্তক রচনা করেন।

এই পুস্তক দুটির মাধ্যমে তিনি উদারনৈতিক বাদ, সংশোধিত মার্কসবাদ, সংস্কারবাদ ও নৈরাজ্যবাদের ন্যায় মার্কসীয় স্বীকৃত বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্ব রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের ধারণা:- রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রথমে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে রাষ্ট্র হল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস নিষ্পত্তি ও বিরোধ এড়ানোর একটি যন্ত্র বিশেষ। লেনিন এই ধারণার তিনি তিরস্কার

কারণ তিনি রাষ্ট্রচিন্তার মৌলিক আলোচনা করেন। তিনি 'ব্যক্তি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে' 'পরিবার থেকে উৎপত্তি' বিষয়ক প্রবন্ধে রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তা কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন। তাই বলা হয় " সমাজ-বিজ্ঞানের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সমাজ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে মূলত সমাজ সমস্যাগুলির অনিবার্য পরিণতি এর ফলে উদ্ভব হয়েছে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের মতামত বিশ্লেষণ :- শ্রেণীগুলির এক নেই সংজ্ঞা থেকে একটি প্রতিফলন হয় যে, রাষ্ট্র আকাশ থেকে পড়ে নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আবার মধ্যস্থতা করা সম্ভব হত তাহলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হত না। রাষ্ট্র হল শ্রেণী সংঘর্ষের ফল।

শ্রেণীসংঘর্ষকে কার্যকরভাবে রাখার রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায় যা হল—

(i) রাষ্ট্র হল শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অসমন্বয়তার ফল।

(ii) রাষ্ট্র হল এক সর্বজনীন ক্ষমতা যেটির প্রতিফলন লেনিনের মতে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্র নামে অভিহিত সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েও বিভাজক সমাজের উপরে অবস্থিত করে ও ক্রমশ সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সেই শক্তির সৃষ্টি উদ্ভবের ফলে শ্রেণীকলহ নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং শান্ত ও শৃঙ্খলার নিরিখে থাকে।

(iii) রাষ্ট্র হল বিভিন্ন শ্রেণীকে শোষণ করার যন্ত্র মাত্র। শোষিত অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র সাধারণের যে বিশাল সম্পত্তি গড়ে তুলে তাকে শোষণ করার জন্য ধনসম্পত্তিশালীদের ওপর Tax এর বোঝা বাড়িয়ে চলে।

(iv) রাষ্ট্র হল একটি অর্থনৈতিক সংগঠন, শ্রেণী সংঘর্ষ ও শ্রেণীর বিলুপ্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে, একথাটাই লেনিন এঙ্গেলসকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। মজুর শ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে প্রথমে উৎপাদনের মাধ্যমগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করবে। এই কারণের জন্য দিয়ে যে নিজে সর্বহারার রূপের বিলোপ ঘটায়, সমস্ত শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী বৈরিতা মুছিয়ে দেয় এবং রাষ্ট্র বিলোপ ও রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটায়।

লেনিনের রাষ্ট্রীয় সমালোচনা :

সুতরাং : এমন কথা লেনিন ~~[illegible]~~ রাষ্ট্রের কোন বহুল সংজ্ঞা প্রদান করেননি এবং এর কোনো বহুল ব্যাখ্যাও নেই। তিনি এঙ্গেলসের একটি সংজ্ঞাকেই অকারে অকারে গ্রহণ করেছেন। 1919 সালের জুলাই মাসে পেট্রোগ্রাদে বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতায় প্রসঙ্গে তিনি বলেন রাষ্ট্র সম্পর্কে এঙ্গেলসের এর পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি গ্রন্থটি মার্কসীয় পুস্তকটির প্রতিটি লেখক বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে তিনি অনুরূপ কোনো ব্যাখ্যা উপস্থাপিত না করলেও তিনি রাষ্ট্র সম্পর্কে রাজনৈতিক দল, আমেরিকা প্রভৃতির একাধিপত্য ও সামাজতান্ত্রিক দল বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করেছেন।

লেনিনের প্রদত্ত রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা :- তিনি বলেন একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী সমাজ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ঘটাতে এর কারণ হল—

(i) যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীকে জীবন নির্বাহ করতে হয় সেই ব্যবস্থায় এই কাজ সম্পাদনের জন্যই ব্যক্তি ও স্বাধীনতা উভয় লোপ পায়।

(ii) পুঁজি পতি শ্রেণী নিজের প্রয়োজনে শ্রমিক শ্রেণীকে জীবন নির্বাহ করতে হয় যে শোষণীয় সংহত ও সংগঠিত করে তোলে। এই সংহত শক্তি প্রভুত্ব রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ।

(iii) বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে শ্রমিক শ্রেণীর এক গুরুত্ব দল অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে এবং এই কারণেই শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত উৎপত্তি ও শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর নিয়ন্ত্রণের সক্ষম।

(iv) একমাত্র শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতিদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে এবং তাদের সামাজিক ক্ষমতা কে উচ্ছেদ করে উৎপাদিকাকে অনুকূল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য সৃষ্টি করতে পারে।

ইতিবাচক দিক থেকে লেনিনের রাষ্ট্র :-

লেনিনের মতে শ্রমিকশ্রেণীর একটি যে শ্রেণী বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্র যদি সমাজের উপরে এক শক্তি হয় যে শক্তি সমাজে থেকে নিজের ক্ষমতায় বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এক শ্রেণী সমগ্র বিপ্লব ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর মুক্তিলাভের সম্মুখ নয়। এই রাশিয়া, চিন, কিউবা ভেনিজুয়েলা, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন কমিউনিস্ট শাসিত এমন সমাজতন্ত্রের পথ পথিক হিসাবে সারা বিশ্বের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। যেমনটা রাষ্ট্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর হিতার্থে এবং শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে কাজ করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র লেনিনের মতে, রাষ্ট্র উৎপাদনের উপকরণ এবং উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে এসে ভবিষ্যতের সাম্যবাদের পথ প্রস্তুত করে। অবশেষে বলা যায় লেনিনের মতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের মুক্তি, দিশা বা তত্ত্ব রচনা করে যেমন থাকেননি। বাস্তব রাজনীতিতে দীক্ষায় ও প্রয়োগ সম্মুখ তত্ত্ব করে তুলেছিলেন। এই কবি মুকুন্দ ভট্টাচার্যের কথায় আমরা বলতে পারি—

সেদিন থেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অন্যায়ের বিরুদ্ধে,
অন্যায়ের মুখে লেনিন জানায় প্রতিবাদ।

Rh

** Thought **

(1) Discuss how J.S Mill had so ought to modify Benthamine Utilitarianism?

জে. এস. মিলের হাতে বেন্থামের উপযোগবাদ কীভাবে কতটা প্রভাবিত হয়?

or

মিলের উপযোগ ধারণা কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

or

জে. এস. মিলের উপযোগীমতবাদ বা তাঁর উপযোগীতাবাদি তত্ত্বের পর্যালোচনা কর।

ভূমিকা:- জে. এস. মিল (1806-1873) ছিলেন বেন্থামের উত্তরসূরি কিন্তু বেন্থাম ও তার অর্থনৈতিক প্রভাব মত ব্যবস্থা প্রশ্নে। এই ~~সময়ের অর্থনৈতিক~~ সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তিত হয়। বেন্থাম শিল্প-বিপ্লব এবং পুঁজিবাদী সমৃদ্ধির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কিন্তু মিলের জীবন কালে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-গুলিও প্রকট আত্মপ্রকাশ করে; তাঁর প্রয়াস ছিল তাদের সংশোধন করা। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজের বিভাজন সমাজের যে শ্রেণিগত ও লিঙ্গগত অসম্ভব প্রবণতা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি করে সে সম্পর্কে মিলের ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; বেন্থামের নয়। কেননা

তাঁর মতে বেন্থামের যুগ ছিল পুঁজিবাদী বিকাশের যুগ - যা ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চিন্তাধারা ছিল উদারনৈতিক যুগ - যেটি ছিল মেধাভিত্তিক, নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রতিবাদী ও সংগ্রামের প্রথম পর্যায়।

বেন্থামের চিন্তাধারার সংশোধন :- পণ্ডিত ও চিন্তাবিদের সমন্বয় বুদ্ধিমান ছিল নিজেকে উপযোগীতাবাদী বলে বললেও একথা নিশ্চিতই উপলব্ধি করেন যে, বেন্থামের চিন্তাদি সূত্রে মুনাফার সাম্যতত্ত্ব উৎপাদনভিত্তিক, অর্থসামাজিক ব্যবস্থার সমর্থনে যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তাই তাঁর বিখ্যাত রচনায় "Utilitarianism" (উপযোগীতাবাদ) শীর্ষক ছিল উপযোগীতার সূত্রে যে মানুষের অনুসন্ধান, তার আচরণ এবং তার নৈতিকতার ভিত্তি বলে মনে করলেও তিনি বেন্থামের চিন্তাধারার সংশোধন এবং তার একটা নতুন ব্যাখ্যা প্রদানে অগ্রসর হন। তিনি বেন্থামের সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখের তাত্ত্বিক প্রতি অনুমত ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি সর্বাধিক অঞ্চলে এবং সর্বত্র সুখের যে ধারণা উপস্থাপিত করেন তা ছিল জনকল্যাণমূলক উপযোগীতাবাদ থেকে ভিন্ন।

সুখের গুণগত পরিমাপণ :- ছিল তাঁর মতে মানুষ ও তার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পুরাতন ধারণা ছিল ভুল। এর কারণে উপযোগবাদ। তিনি বলেন যে সন্তুষ্টি আত্মিক ও দৈহিক শক্তি

ছিল না, তাঁর মতবাদের মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করে মতি ভিন্নই মানুষ সুখের সন্ধান লাভ করে। মিল মনে করেন সুখের পরিমাণগত কিছুটা উন্নতি পূর্ণ নয়; তাঁর মূলমতে কিছুটা গুণগত বিচার। ~~* মতবাদ বিচার সুখ কমসুখের নিম্ন~~ ~~সকল বিষয়ে সুখ কমসুখের নিম্ন~~ সকল প্রকার সুখকে একীভূত করে তিনি সকল প্রকার সুখকে সমমূল্যের বলে মনে করেননি। মিলের মতে, Intellectual আধ্যাত্মিক (spiritual), নৈতিক সুখ (moral), অন্যান্য দৈহিক সুখ ও বৈষয়িক সুখের তুলনায় মূল্য গত দিক থেকে উচ্চ স্তরে একজন সক্রেটিস এর সুখের তুলনায় একজন শূকরের সুখের তুলনায় অনেক বিষয়ের অনুকূল হওয়ার উচিত সর্বজনীনতার সুখ, সর্বাধিক পরিমাণের সুখ নয়।

সুখ-দুঃখের বিচারে নৈতিক আবেদনটি প্রয়োগ- অত্যন্ত জোর। মনে মিলের বিশ্বাস ছিল একে সুখের পরিমাণের পরিবর্তে তার উৎকর্ষই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা পাঠ থেকে অর্জিত সুখের সঙ্গে আহার-বিহার থেকে অর্জিত সুখের তুলনা চলে না। এই জন্যে মিল সুখ-দুঃখের বিচারে একটি নৈতিক আবেদন প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের সুখের বিচার কেবল ঐন্দ্রিয় সুখানুভূতির আবেদনের মূল্যভিত্তিক হতে পারে না। এই যুক্তি অনুসরণ করে মিল বলেন পরিস্থিতিতে, সংস্কৃতিক চর্চা, আত্মিক চর্চা, শিল্প সংগীত সাহিত্য ও বিশেষ সাধনা ইত্যাদির প্রতি দিয়ে মানুষ সর্বাধিক সুখের অধিকারী হতে

পারে অর্থাৎ ~~নিজের ক্ষমতার বিচারে~~ জ্ঞান সম্ভব নয় — জ্ঞান বিকাশের মাধ্যমেই জ্ঞানসম্ভব অর্থাৎ সম্ভব। মিলের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ব্যতীত সমাজের কোনো অস্তিত্ব নেই।

জ্ঞান সংক্রান্ত ও পর সংক্রান্তের বিচার :-

বেন্থামের মতে, মিল সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে দায়ি করেছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার প্রয়োজন কারণ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করার ব্যক্তির ~~ক~~ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হতে পারে। তাই মিল বলেন যে, তাঁর 'ওয়ে' ও আমার বিচারে ব্যক্তি মানুষ সার্বভৌম। তিনি অবাধ চিন্তার স্বাধীনতা দাবি করেন। ব্যক্তি যেই সব ক্রিয়া কলাপ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থের অধিন যে গুলি পর সংক্রান্ত (other concerning) অর্থাৎ যারা কোনো না কোনো ভাবে অন্যান্যের জীবন যে প্রকারে * বেন্থামের ~~নিজের~~ বিরোধী বলেন কারণ, সংহত কারণে প্রত্যেকের মান করা হয় যে, + প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে মিলে সংস্থার জন্য বেন্থামের চিন্তাকে যে খণ্ডন করেন। বেন্থামের চিন্তাদি সমাধের ভিত্তি হচ্ছে মধ্যতার বিচার যে পুরোপুরি মিল খণ্ডন করেন।

উপসংহার :- বেন্থামের মতে, সুখের পরিমাণ নির্ণয়ের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সমান গণ্য করা হবে * (Each to counter one

and no one for more than one)। কিন্তু মিল সুখের গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক বিচার করে একজন সোক্রেটিস এবং একজন শূয়োরের মধ্যে একজন সাধারণ ব্যক্তি ও প্রতিভাধরের মধ্যে যে পার্থক্য করেন আমাদের আমাদের বিবেককে বিচার দেয়। অন্যদিকে বেন্থাম কেবলমাত্র পরিমাণগত বিচার মিলের হিতবাদ প্রবক্তা, কারণ তাই তার কেবলমাত্র সুখের পরিমাণের একটি যান্ত্রিকগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত পেয়েছিলেন। কিন্তু মিল যে গুণগত সুখের কথা বলে তার পরিমাপ সম্ভব নয়। অর্থাৎ পরিমাণের ভিত্তিতে দুই ধরনের সুখের তুলনা করা যায়, কিন্তু গুণগত ভিত্তিতে নয়। সুতরাং সমালোচকেরা বলেন যে, বেন্থামের হিতবাদ যুক্তি নির্ভর কিন্তু মিলের হিতবাদ অভিজ্ঞতা নির্ভর।

(7) Define Utopian Socialism. Discuss in this regard the basic features of Utopian Socialism. (কল্পবাদী সমাজতন্ত্র কি ব্যাখ্যা কর। এই প্রসঙ্গে কল্পবাদী সমাজতন্ত্রের বিশিষ্ট গুণাবলি লেখ।)

Utopian socialism এর সংজ্ঞা:- Utopian কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন Thomas more (খ্রিস্টাব্দ 1516) তাঁর Utopian নামক গ্রন্থে বা পুস্তকে। আক্ষরিক অর্থে গ্রীক শব্দটি এমন একটি দেশের চিত্রণ যেখানে সব কিছু আছে। কল্পবাদী সমাজতন্ত্র বলতে মার্কস ও এঙ্গেলস সেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে বোঝায় যার প্রবক্তা ছিলেন সাঁ সিমোঁ (Saint simon - 1760-1825), শার্ল ফুরিয়ে (Charle Fourier - 1772-1837) এবং রবার্ট ওয়েন (Robert Owen - 1771-1828)। মার্কস ও এঙ্গেলস এদের চিন্তাধারাকে critical Utopian socialism বলে বর্ণনা করেন। এর কল্পবাদী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিশদ মার্কসবাদী সমালোচনা পাওয়া যায় এঙ্গেলসের 'Socialism Utopian and Scientific' - শীর্ষক পুস্তকে। কল্পবাদী সমাজতন্ত্র এমন এক সমাজের কথা বলে যা মার্ক্সীয় সমাজতান্ত্রিক। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার উৎপাদন ও বণ্টনের দ্বারা নিপীড়িত ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে এক শ্রেণিহীন আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা উপস্থাপিত করেন। কল্পবাদী সমাজতান্ত্রিকরা কমাস বিপ্লবের কল্পবাদী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কস ও

প্রতিষ্ঠানের গোড়ার কথা বলে হিসাবে উল্লেখযোগ্য কারণ।

ভূমিকা:- কম্বোডিয়া সম্রাজ্যের আদি প্রবক্তা হলেন মাঁ সিঁমা (1460-1527); সম্রাজ্যের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করার জন্য তিনি দায়ী বলে ধরা হয়। তাঁর প্রকৃতির সাথে আধুনিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরু হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সফল ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক বা অগ্রগতির মূল ভিত্তি। সামাজিক অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য মাঁ সিঁমা নগর ও সুরক্ষা ভিত্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রাম আধুনিক ও পর আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তারের যে কোনো প্রচেষ্টাকেই মাঁ সিঁমা প্রতিপালকের পরিপন্থী বলে মনে করেন।

⊕ কম্বোডিয়া সম্রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গ নিয়ে আলোচনা কর?

① সামাজিক পরিবর্তন যে ব্যক্তির ধর্মের মূল ভিত্তি, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছায়ে সমাজের অগ্রাধিকার প্রদান করেন। পরিবর্তন কালে সমস্ত সম্পদকেন্দ্রের মালিক এই ধারণার প্রকাশ পায়।

② উৎপাদনের উপকরণগুলি ছাড়া ও উৎপাদনের কুশলী দুটি প্রকারের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ব্যবস্থার অবাধ প্রবাহ, শ্রমিক নিয়োগ, জনগণের প্রতিনিধি

মুসলিম সুলতান ও মোগল রাজনীতিতে এক বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দায়ী হন।

(ঘ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদার সমাজ-নীতির কথা উল্লেখ করুন। তাঁর আমলে উদার সমাজব্যবস্থার ফলে মুসলিম ও অমুসলিম সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধতা দূর হয়; সকলের জন্য শিল্প হাত হয়। আকবরের ধর্মীয় নিরপেক্ষ কাজ সাংস্কৃতিক বিকাশ হয় এবং পরমতসহিষ্ণু প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক হয়।

(ঙ) মুঘলের এই সকল নীতির নিদর্শনগুলি পরবর্তী কালে বিভিন্ন রূপে সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনের সাড়া জাগে।

(চ) সমাজজীবনের পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে গতি এবং অগ্রগতি হয়েছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশজুড়ে শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ দূর হয়ে যে শান্ত অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব; যে কথা সম্রাট আকবর প্রমাণ করেছিলেন।

(ছ) কৃষিজীবী এবং সমাজভিত্তি, বিশেষ করে উৎপাদনের অধিকারের উপর কৃষিজীবী এবং অধিকারের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পরিবর্তন ও সামাজিক উন্নয়নের মূলে কারণ; যা ছাড়া তাঁরা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ করেন।

উৎপাদন দ্বারা পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থাকে অধিকতর সাংগঠনিক দক্ষতা ও যুক্তিসিদ্ধ বলে প্রমাণ করেন। কথা দেয় যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেন।

(৬) এরা শোষণ এবং শ্রেণির সমাজতন্ত্র নীতি, এরা এই ব্যবস্থা হোয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য। তাঁদের বলেছেন সমস্ত কোন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্ভবত শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার বীজ এখানেই নিহিত ছিল।

(৭) সমাজতন্ত্রবাদে রাজনীতির চেয়ে অর্থনীতি যে অধিকতর ও গুরুত্বপূর্ণ সে দিকে তারা আলোকপাত করেন। তাদের মতে উৎপাদন ও উৎপাদক মধ্যে হল মুখ্য; আর রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনীতি হল গৌণ।

কল্পবাদী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নেতিবাচক দিক প্রকটভাবে তুলে ধরেছেন শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী শোষণকে ধিক্কার জানান। এছাড়া তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি এবং সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা ছিলেন মূলত যুক্তিবাদী, ইহলোকবাদী, এবং মানবতাবাদী। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে

তাঁরা ব্যক্তির কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁরা দিবালোকের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রীর আদর্শ সমাজ পরিচালনের বিশ্বাসী ছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানবতাবাদ বিশ্বাসের কল্পনাবাদী সমাজ-তান্ত্রিক ভাব দ্বারা অধিকার শোষণ ও বৈষম্যকে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার জন্য দায়ী করার জন্য মানব কারণ। তাঁদের দৃষ্টিতে উৎপাদন শক্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার শোষণ ও বৈষম্যকে অনিবার্য করে তুলেছে। তাই তাঁরা সামাজিক মালিকানার দাবি করেন।

~~তাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও কারণসমূহ~~

তাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও কারণ অভিন্ন। ব্যক্তি সমাজ নয় তবে সমাজের তাঁরা ব্যক্তির বিকাশ রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে এবং শিল্প বিপ্লবের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির চরম বিজয় ঘটে মনে করা হয়। এই দুটি বিপ্লব ব্যক্তিকে সমৃদ্ধি ও সামাজিক ব্যক্তি-সমাজ গড়ে তুলার সম্মুখীন উপস্থিত করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ ও জনপ্রিয়তা আরো বিস্তৃত, অধিকার ও শোষণ মুক্ত সমাজের জন্ম হয়। তাদের বিশ্বাস হল সংস্কার ছাড়া তাঁরা শ্রেণি সংগ্রাম ও বিপ্লবের এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবে আনা করেন।

ছিল। মুক্তি নিয়ে প্রচার ও দুর্বীক্ষ্য ব্যবস্থার অধীন ছিল সমাজের কর্মজীবীদের দুরবস্থার পরিবর্তে সমস্ত কালে তাঁদের আনে কারণ। রবার্ট ওয়েন স্কটল্যান্ডের 'নিউ লানার্ক' গ্রাম আদর্শে যুক্ত রাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের 'নিউহার্মনি' তাঁর সমান্বিত উপনিবেশ নিয়ে পরিক্ষা নিরিক্ষা করেন। মূলত তারা সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণ। শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি সাধন করা এবং তাদের আদর্শ সমাজ পরিচর্যার জন্মবৃদ্ধি তাঁরা গ্রহণ করেছিল।

উপসংহার:- কল্পবাদী সমাজতন্ত্রীদের এই দুর্বলতার কারণ অবশ্য নিহিত ছিল সমকালীন পরিস্থিতির মধ্যে। কল্পবাদী সমাজতন্ত্রে ছিল ভিত্তি হিসেবে এমন এক সময় বিকশিত হয় যখন বুর্জোয়াদের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি এবং তার প্রগতিশীল সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়নি। তাই এই সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা বুর্জোয়াদের উৎপাদন ব্যবস্থার শোষণ মূলক চরিত্র দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারেন। শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকদের শোষিত হয় সমাজের উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ কার বিকাশ সংস্কৃতির ওপর বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যের স্বরূপ প্রিয় কল্পবাদীরা উপলব্ধি করেননি। তাঁদের সময় সর্বহারা শ্রেণীর ছিল নিম্নতর অবস্থা তাই সমাজ-

পরিবর্তনের জন্য কোনো স্থানীয় নেতৃত্ব কোনো রকমের রাজনৈতিক সংগ্রাম করেনি, তাদের কাছে একটি কোনো বিকল্প ছিলো না। তাঁরা বিশ্বের পরিবর্তন সংস্কারের রাজনীতির চেয়ে শ্রেণি সংগ্রামের পরিবর্তে আপসমূলক বিকল্পের রাজনীতি অগ্রাধিকার ছিলো।